ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৫০
আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

কোভিড-১৯ ঃ বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে নির্দেশিকা জারি

রাজ্য সরকার লক্ষ্য করছে যে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কোভিড-১৯ সংক্রমণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমণ রোধে ব্যবস্থা না নিলে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু আগামী ১৭.০৯.২০২০ তারিখে বিশ্বকর্মা পূজার সময়ও কোভিড-১৯-এর প্রকোপ বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তাই মুখ্য সচিব স্টেট এগজেকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই নির্দেশিকা সমস্ত ক্লাব/পূজা কমিটি/ব্যক্তিগত পূজা আয়োজকদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাগুলি নিম্নরূপ :-

১. সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাধারণভাবে পূজা সম্পন্ন করতে হবে।
২. পূজা মন্ডপ/প্যান্ডেলে মূর্তি নিয়ে আসার সময় কোন শোভাযাত্রার আয়োজন করা যাবে না।
৩. সামাজিক পূজা যথাসম্ভব খোলামেলা স্থানে করতে হবে। পূজা মন্ডপ/প্যান্ডেল খোলা থাকতে হবে যাতে দূর থেকেই মূর্তি দেখা যায়। পূজা মন্ডপে প্রবেশ ও নির্গমনের আলাদা ব্যবস্থা রাখার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. প্যান্ডেলের সামনে একসাথে ৫-১০ জন দর্শনার্থীর বেশি জমায়েতের অনুমতি দেওয়া যাবে না। দর্শনার্থীদের কমপক্ষে ১ মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে পূজা আয়োজকদের দর্শনার্থীদের দাঁড়ানোর জন্য সঠিকভাবে স্থান চিহ্নিত করে দিতে হবে।
৫. নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে দর্শনার্থীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবী রাখতে হবে।
৬. পূজার সময় আয়োজকরা কোনরকম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবেন না।
৭. পূজা উদ্যোক্তারা বেশি জাকজমক আলোকসজ্জা করবেন না যা নাকি বেশি লোকের জমায়েতকে আকর্ষিত করে।
৮. পূজার দিন সমস্ত আয়োজক কমিটি/স্বেচ্ছাসেবক ও দর্শনার্থীরা মাস্ক ব্যবহার করবেন। প্রবেশ পথে এবং কমন এরিয়াতে দর্শনার্থীদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৯. পূজার দিনে সমস্ত পূজা প্যান্ডেল দিনে কমপক্ষে তিনবার স্যানিটাইজ করতে হবে। দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত দড়ি, বাঁশ ইত্যাদি ঘনঘন স্যানিটাইজ করতে হবে। সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
১০. সমস্ত পূজা মন্ডপ/প্যান্ডেলে থার্মাল স্ক্রীনিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি কোন দর্শনার্থীর শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
১১. প্রসাদ বিতরণ বাঞ্চনীয় নয়। সামাজিক ভোজ অনুষ্ঠানও করা যাবে না।

২য় পাতায়

১২. বাড়ির পূজার ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ১৫-২০ জনের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত এবং সবাইকে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

১৩. পূজার দিনেও রাতের কার্ফু বলবৎ থাকবে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

১৪. পুর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে জেলা/পুলিশ প্রশাসন পূজা মন্ডপ/প্যান্ডেলের প্রাঙ্গণে জন সমাগমের উপর নিয়মিত নজরদারি রাখবে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যানবাহন চলাচল, জন সমাগম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুনিশ্চিত করতে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী জেলা প্রশাসন অন্যান্য বিধিনিষেধও আরোপ করতে পারে।

১৫. এ বছর বিশ্বকর্মা পূজার দিন অর্থাৎ ১৭.০৯.২০২০ তারিখে মহালয়াও উদযাপন করা হবে। সেই উপলক্ষে সকালবেলা রাস্তায়/পার্কে কোন প্রকার শোভাযাত্রা বা জমায়েত করা যাবে না। জেলা/পুলিশ প্রশাসন নিয়ম অনুযায়ী সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখবে এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। ত্রিপুরা সরকার এক আদেশে এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

****